জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০২০, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১

ঢাকা কনফারেন্স ২০২০

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ জরুরি

ঢাকা কনফারেন্স অন টোব্যাকো অর হেলথ ২০২০- উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

দেশি ও বিদেশি তামাক কোম্পানিগুলো কিশোর যুবকদের তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে বিদ্যমান আইন লঙ্ঘন করে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি সস্তা তামাকজাত দ্রব্য মানুষ তামাক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে, যা সরকারের ২০৪০ সালে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেস্ত্র কে ব্যহত করবে। কিশোর যুবকদের মাদকের প্রবেশদ্বার তামাক হতে বিরত রাখতে, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এবং তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়াতে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ জরুরি। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রথমবারের ... বিস্তারিত

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে : ডেপুটি স্পিকার

বিএনটিটিপি ডেস্ক

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট মো. ফজলে রাব্বী মিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ঘোষণা দিয়েছেন ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। আমাদের পক্ষ থেকে হয়তো সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণে সকলে একত্রে কাজ করতে হবে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় বার্তা২৪.কম-এর ... বিস্তারিত

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি বাংলাদেশের তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের কর প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল থেকেও অনুরূপ একটি কর প্রস্তাব সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই কর প্রস্তাব মূলত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ...বিস্তারিত

এ সংখ্যায় যা থাকছে

- তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ জরুরি
- ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে : ডেপুটি স্পিকার
- ফ্রান্সে তামাক কর বৃদ্ধি, এক বছরে ধূমপায়ী কমেছে ১০ লাখ!
- জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা
- তামাকজাত দ্রব্যের ওপর মূল্য ও কর প্রস্তাব
- তামাক পণ্যে কর আদায়ের চেয়ে চিকিৎসা ব্যয় ৭ হাজার কোটি টাকা বেশি
- স্ট্যাম্প-ব্যান্ডরোলের অবৈধ ব্যবহারে বছরে ক্ষতি ৮০০ কোটি টাকা
- সিগারেটের দাম-করকাঠামোয় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পিছিয়ে বাংলাদেশ
- তামাকের কর ফাঁকি রোধে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি জরুরি

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেসময় তিনি জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ অর্জনের মূল কৌশল হিসাবে দেশে একটি শক্তিশালী তামাক কর নীতি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যবহারের পরামর্শ দেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন তামাক মুক্ত দেশ গড়তে দেশে একটি সর্বাঙ্গীন 'তামাক কর নীতি'র কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের তামাক কর নীতি ... বিস্তারিত

'জনস্বাস্থ্য নীতি কথা' নিউজলেটারটি বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর মাসিক মুখপত্র। ঠিকানা : বিএনটিটিপি সচিবালয়, সি ৪, বাড়ি নং ৬, রোড নং ১০৯, গুলশান ২।
ফোন +88(02) 9880363; E-mail: info@bnttp.net, bnttpbd@gmail.com
website: www.bnttp.net

সম্পাদক : হামিদুল ইসলাম হিল্লোল
সম্পাদনা পরিষদ : ইব্রাহীম খলিল

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০২০,জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১

বাজেট ২০২১-২২

তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব

বিএনটিটিপি ডেস্ক

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) এর উদ্যোগে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর প্রস্তাব করেছে তামাক বিরোধী জোট। তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন, বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে প্রস্তুতকৃত এ প্রস্তাব বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সংশ্লিষ্ট ইমেইলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে তামাক করের প্রস্তাবণার শুরুতে বলা হয়েছে, অ্যাডভলেরমে পদ্ধতিতে করারোপের ফলে সরকাররে রাজস্ব উল্লখেযোগ্য হারে বাড়ে না কিন্তু তামাক কোম্পানি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে লাভবান হয়। বিপরীতে তামাকজাত দ্রব্যরে ওপর সুনির্দিষ্ট ... বিস্তারিত

বক্তব্য রাখছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক

তামাক পণ্যে কর আদায়ের চেয়ে চিকিৎসা ব্যয় ৭ হাজার কোটি টাকা বেশি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা। এর বিপরীতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয় বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ... বিস্তারিত

সিগারেটের মূল্য-করকাঠামোয় আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পিছিয়ে বাংলাদেশ

বিএনটিটিপি ডেস্ক

সিগারেটের দাম ও করকাঠামোর আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। গত ১৯ ডিসেম্বর ইন্টারন্যাশনাল সিগারেট ট্যাক্স স্কোরকার্ড (টোব্যাকোনমিকস) এক গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশসহ ১৭০টিরও বেশি দেশের সিগারেট ... বিস্তারিত

ফ্রান্সে তামাক কর বৃদ্ধি, এক বছরে ধূমপায়ী কমেছে ১০ লাখ!

বিএনটিটিপি ডেস্ক

ফ্রান্সে সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করায় সরকার একদিকে যেমন রাজস্ব পাচ্ছে তেমনি দেশটিতে কমে আসছে ধূমপায়ীর হার। বিবিসির প্রকাশিত একটি সংবাদে একটি জরিপের তথ্য উদ্ধৃতি করে বলা হয়েছে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশটিতে ধূমপান ছেড়েছে ১০ লাখের মতো মানুষ। আর বিড়ি সিগারেট খাওয়ার এ প্রবণতা বেশি কমেছে ... বিস্তারিত

তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি রোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তরা

তামাকের কর ফাঁকি রোধে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি জরুরি

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাকের ওপর কর বৃদ্ধিই তামাক নিয়ন্ত্রণে সর্বোৎকৃষ্ট কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থা তামাক কোম্পানিকে কর ফাঁকির সুযোগ তৈরি করছে। তামাকের কর ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা হলে দেশে তামাক থেকে রাজস্ব আদায় ... বিস্তারিত

স্ট্যাম্প-ব্যান্ডরোলের অবৈধ ব্যবহারে বছরে ক্ষতি ৮০০ কোটি টাকা

বিএনটিটিপি ডেস্ক

তামাক কর আদায়ে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোলের অবৈধ ব্যবহারে প্রতিবছর প্রায় ৮০০ কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার, যা তামাক খাত থেকে আয় করা রাজস্বের প্রায় ৪ শতাংশের সমান। গত ২৯ নভেম্বর বিকেলে ... বিস্তারিত

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০২০,জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন

প্রথম পাতার পর

মতো আয়োজিত Dhaka Conference on Tobacco or Health 2020 (DCTOH 2020) সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা বিভিন্ন গবেষণার আলোকে ঢাকা তামাক নিয়ন্ত্রণ ঘোষণার মাধ্যমে সরকারের কাছে এই দাবি জানায়। উক্ত সম্মেলনের সারা দেশের ১২০ বেশি সংগঠনের ২৫০ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে, যাতে ২০টি মৌখিক এবং পোস্টারের মাধ্যমে ২৮টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সম্মেলনের আহবায়ক কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরাসরি ও ভার্চুয়াল অতিথিদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, ব্লুমবার্গ ফিলোনথপিক্স এর জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক কেলি হেনিং, দি ইউনিয়নের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পরিচালক গেন কোয়ান, ভাইটাল স্ট্যাটেজিস এর রেবেকা পল, জন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটি ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের পরিচালক জোয়ানা কোহেন, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান চৌধুরী, ডা. হাবিবে মিল্লাত এমপি, ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি, অ্যারোমা দত্ত এমপি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আমিনুল ইসলাম বকুল, উপদেষ্টা ডাস এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী। সমাপনী অনুষ্ঠানে নাটাবের প্রেসিডেন্ট মোজাফফর আহমেদ সভাপতি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব কাজী জেবুন্নেছা বেগম, দি ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম। অনুষ্ঠানের প্লানারি সেশনে জনস্বাস্থ্য

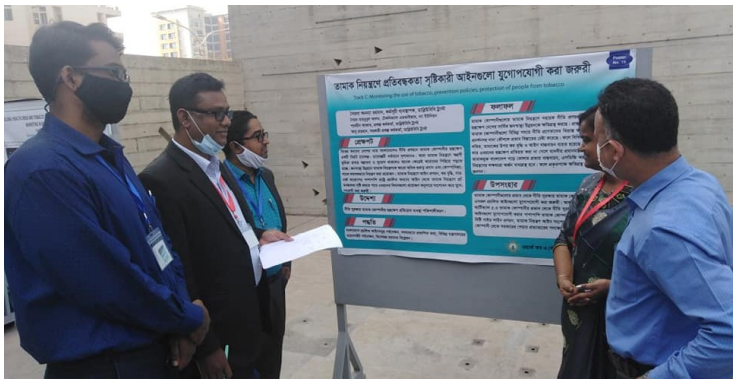

ঢাকা কনফারেন্স ২০২০ তে পোস্টার প্রেজেন্টেশনে গবেষক ও অতিথিবৃন্দ

বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, আলোচক ছিলেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ইকবাল মাসুদ এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ।

সভায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং যেখানে ই-সিগারেট/ভেপিংয়ের উৎপাদন, বিতরণ, বিপণন, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। ধূমপানের স্থানের বিধান বাতিল, পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তামাকজাত কোম্পানির যেকোন প্রচারণা কার্যক্রম নিষিদ্ধ, বিক্রয়স্থলে তামাকজাত দ্রব্যের প্রর্দশন নিষিদ্ধ, তামাকজাত দ্রব্যে বিক্রয়ে লাইসেন্সিং তৈরি, ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বৃদ্ধি, খুচরা বিক্রয় নিষিদ্ধ, মোড়কে উৎপাদনের তারিখ নিশ্চিত, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্যের স্ট্যান্ডার্ড মোড়ক ব্যবস্থা নিশ্চিত, তামাক কোম্পানি প্রভাব বন্ধে নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। সভায় আগামী ২০৪০ সালে মধ্যে তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনতে ঢাকা তামাক নিয়ন্ত্রণ ঘোষণায় সরকারের কাছে ১৬টি দাবি উপস্থাপন করা হয়, যার মধ্যে তামাক কোম্পানির দেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত নীতি প্রণয়ন বা বিদ্যমান নীতিতে যুক্ত

ঢাকা কনফারেন্স ২০২০ এ আয়োজক কমিটির নেতাকর্মীবৃন্দ

করা, খসড়া জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী চুড়ান্ত, খসড়া জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ, খসড়া জাতীয় তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুমোদন, কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনতে দেশে একটি জাতীয় কর নীতি প্রণয়ন করা, নীতিতে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বন্ধে আর্টিকেল ৫.৩ অনুসারে প্রণীত খসড়া গাইড লাইন অনুমোদন, টেকসই বা অব্যাহত অর্থায়নের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে "হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন" গঠন করা, তামাক কোম্পানির

বেআইনী কার্যক্রম বন্ধে বিদ্যমান আইন অনুসারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের টোব্যাকো ট্যাক্স সেলকে শক্তিশালী করা, তামাকজাত দ্রব্যের জটিল কর কাঠামো বিলুপ্ত করে, তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করার সুপারিশ করা হয়।

গবেষণা সেশনগুলোতে উপস্থিত ছিলেন, প্রফেসর ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান (রিসার্চ অ্যান্ড এপিডেমিওলজি), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন; প্রফেসর ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, প্রকল্প পরিচালক (তামাক নিয়ন্ত্রণ), বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি; জনাব ইসরাত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব হামিদুর রহমান খান, যুগ্ম-সচিব ও টেকনিক্যাল কলসানটেন্ট, দ্য ইউনিয়ন; মোহাম্মাদ শাহজাহান, পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম; ড. রুমানা হক, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মোহাম্মদ শামীমুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক ও টিম লিডার (তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প), বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম; এসএম আবদুল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডা. মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন; ডা. নিজাম উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশার সেক্রেটারি জেনারেল হেলাল আহমেদ, আতাউর মাসুদ, সিনিয়র পলিসি অ্যাডভাইজার, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস প্রমুখ।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০২০,জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১

সম্পাদকীয়

প্রথম পাতার পর

তামাক কর বিশেষজ্ঞগণ প্রস্তুত করেছেন। এই কর প্রস্তাবে বাংলাদেশে প্রচলিত অ্যাডভেলরেম পদ্ধতিতে করারোপ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর 'সুনির্দিষ্ট কর' আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। কারণ অ্যাডভেলরেম পদ্ধতিতে করারোপের ফলে সরকারের রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে না কিন্তু তামাক কোম্পানির মুনাফা অনাকাংখিতভাবে বাড়তে থাকে। তাছাড়া অ্যাডভেলরেম পদ্ধতিতে কর আদায়ের জটিলতার কারণে তামাক কোম্পানি কর ফাঁকি দিতে প্ররোচিত হয়।

প্রস্তাবিত কর কাঠামোর পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে, তামাকজাত দ্রব্যের ওপর প্রস্তাবিত হারে মূল্য বৃদ্ধি এবং করারোপের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে ১১ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেবে এবং ৮ লক্ষ তরুণ নতুন করে ধূমপান শুরুকরতে নিরুৎসাহিত হবে। পাশাপাশি ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। এতে দীর্ঘ মেয়াদে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক এবং ৪ লক্ষ তরুণ তামাক ব্যবহারকারীর জীবন রক্ষা হবে। একইসঙ্গে রাজস্ব আয় প্রায় ৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। ফলে একইসাথে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তামাকের ব্যবহার এবং তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যুও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপে ইতোমধ্যে অনেক দেশ সফল হয়েছে। বর্তমানে সারাবিশ্বের প্রায় ৭০% দেশে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। স্পষ্ট করে বললে তামাক কর ব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে বিশ্বের এমন ১৬৬ টি দেশের মধ্যে ১১৬ টি দেশেই কোন না কোনভাবে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হয়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নেপাল, শ্রীলংকা, তিমুর, ভারত, ব্রুনেই, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। এখানে কেবলমাত্র বাংলাদেশে ও মিয়ানমারে স্তরভিত্তিক ও অ্যাডভেলরেম পদ্ধতিতে করারোপ করা হয়। ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য একেবারেই সস্তা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তা বাস্তবায়নের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের কোনো বিকল্প নেই। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রতিবছর ১ লক্ষ ২৬ হাজারের অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। শুধুমাত্র রাজস্ব আয়ের বিবেচনায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুকে একটি কল্যাণকামী গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কখনো এড়িয়ে যেতে পারে না। রাজস্ব আয় কখোনই জনস্বাস্থ্য এবং মানুষের মৃত্যুর চেয়ে অধিক বিবেচ্য হতে পারে না। তাই জনগণের বৃহত্তর কণ্যাণ বিবেচনায় পেশকৃত 'তামাকজাত দ্রবের ওপর মূল্য ও কর প্রস্তাব" এর প্রতিফলন আসন্ন বাজেটে ঘটবে বলে আমরা আগ্রহভরে অপেক্ষা করছি।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব

দ্বিতীয় পাতার পর

আমাদের কর আরোপের মাধমে একইসাথে সরকাররে রাজস্ব বৃদ্ধি তামাকের ব্যবহার এবং তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। ফলে জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষা, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি রোধে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট হারে করারোপ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, এর ধারা ১৫ ও ধারা ৫৮ তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে আগামী অর্থবছরের তামাকজাত দ্রব্যের কর কাঠামোতে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে তামাকপণ্যে কর প্রস্তাব

সিগারেট : সকল ব্রান্ড ও মূল্যস্তররে সিগারেটে অভিন্ন করভার (চূড়ান্ত খুচরা মূল্যের ৬৫%) নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের প্রচলন করে স্তরভিত্তিক নিম্নোক্ত মূল্য ও কর নির্ধারণ-

নিম্ন স্তর : প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৫০ টাকা নির্ধারণ করে ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

মধ্যম স্তর : প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ৭০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

উচ্চ স্তর : প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১১০ টাকা নির্ধারণ করে ৭১.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ; এবং

প্রিমিয়াম স্তর : প্রতি ১০ শলাকার খুচরা মূল্য ১৪০ টাকা নির্ধারণ করে ৯১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

বিড়ি : ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন বিড়ির অভিন্ন করভার (চূড়ান্ত খুচরা মূল্যরে ৪৫%) নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্কের প্রচলন করা।

ফিল্টারবিহীন বিড়ি : ২৫ শলাকার খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১১.২৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ, এবং

ফিল্টারযুক্ত বিড়ি : ২০ শলাকার খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করে ৯.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

জর্দা ও গুল : জর্দা ও গুলের কর ও দাম বৃদ্ধিসহ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক ব্যবস্থার প্রচলন করা;

প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪৫ টাকা নির্ধারণ করে ২৭.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা; এবং

প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১৫.০০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক (৬০%) আরোপ করা।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও সারর্চাজ : সকল তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারর্চাজ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে তামাকের ওপর বর্তমান শুল্ক কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক নীতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এর ৩ ও ৬ নম্বর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর কর বৃদ্ধি আবস্ত্ব ক। তাই কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে তামাক কর পদ্ধতির সংস্কার ও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর প্রস্তাবিত হারে করারোপ সময়ের দাবী।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা

জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার

www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০২০,জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১

জাতীয় তামাক কর নীতির রূপরেখা

প্রথম পাতার পর

কেমন হওয়া প্রয়োজন এবং তাতে কী কী থাকা বাঞ্ছনীয় তা নির্ধারণ করতে এর একটি রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)। এটির পূর্ণতার জন্য তামাক নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদগণ এবং অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞদের মতামত গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এই রূপরেখায় তামাককর নীতির শিরোনাম প্রস্তাব করা হয়েছে, "জাতীয় তামাক কর নীতি-২০২১"। রূপরেখা অনুসারে জাতীয় তামাক কর নীতিতে মোট ৯টি অধ্যায় থাকবে। বিএনটিটিপির নিউজলেটারে ধারাবাহিকভাবে এ অধ্যায়গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে সপ্তম সংখ্যায় 'চতুর্থ অধ্যায়' প্রকাশ করা হলো।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূলত তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মোট দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এর প্রথম অনুচ্ছেদ হলো, `তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের আমদানি সংক্রান্ত নীতি'। এ অনুচ্ছেদের মোট ৯টি ধারা রয়েছে। এর প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে অবস্ত্র ই ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর আওতায় প্রযোজ্য সকল বিধিনিষেধ প্রয়োগ নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় ধারায় আমদানিকৃত সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের ওপর অ্যাডভ্যালোরেম আবগারি শুল্ক আরোপ করা। পাশাপাশি প্রতি ইউনিটের ওপর কাস্টমস শুল্ক ও সুনির্দিষ্ট আবগারি শুল্ক আরোপ করার বিষয়ে বলা হয়েছে। তৃতীয় ধারায় তামাকজাত দ্রব্য ও তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানিকারকদের নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জমা প্রদান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। যেটা ক) পণ্য উৎপাদনের দেশ, খ) এইচএস কোড, গ) আমদানিকারকদের, ঠিকানা, ইমেইল, ফোন নম্বর, ভ্যাট ও ট্যাক্স নিবন্ধন নম্বর এবং ঘ) পণ্যের ব্রান্ডের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করার কথা বলা হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদের পরবর্তী ধারাগুলোতে বলা হয়েছে, সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর একই পরিমাণ করা; তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা; তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার হয় এমন আমাদানিকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি স্থাপন, ব্যবহার এবং বাতিলকৃত সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতির তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদান নিশ্চিত করা; তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানির ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা; তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদক/প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনের আনুসাঙ্গিক উপাদান (কাগজ, ফিল্টার, ফ্লেভার ইত্যাদি) আমদানি করতে পারবে না। সর্বশেষ নবম ধারায় স্থানান্তর মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনের বিধান বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি' সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে মোট দুইটি ধারা রয়েছে। প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, তামাকজাত পণ্য রপ্তানির জন্য যেসব বিষয় অনুসরণ করতে হবে- ক) অপরিশোধিত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত তামাক পাতা রপ্তানিতে নিরুৎসাহিত করতে অধিক শুল্ক আরোপসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা; খ) রপ্তানির উদ্দেস্ত্রে প্রণয়ন করা দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ বা সাংঘর্ষিক কিছু বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা; গ) তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানিতে উৎসাহী করতে কোন ধরনের শুল্ক সুবিধা প্রদান না করা; ঘ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত তামাকজাত দ্রব্যে সুস্পষ্টভাবে "রপ্তানির জন্য প্রস্তুতকৃত" সংক্রান্ত তথ্য মুদ্রণ নিশ্চিত করা; ঙ) রপ্তানির জন্য উৎপাদিত পণ্য দেশের বাজারে বিক্রি বন্ধ করা।

দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে, তামাক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নিম্নাক্ত পদ্ধতিতে বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও রেকর্ড সংরক্ষণ করা- ক) কখন, কোথায় ও কীভাবে রপ্তানি করা হবে তার তথ্যসহ কী পরিমাণ তামাকজাত দ্রব্য রপ্তানি হলো তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা; খ) অবৈধ বাণিজ্য এড়াতে যেদেশে পণ্য পাঠানো হচ্ছে তাদের সাথে রপ্তানির তথ্য-উপাত্ত মিলিয়ে নেওয়া।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

ফ্রান্সে তামাক কর বৃদ্ধি

প্রথম পাতার পর

২৬ শতাংশই প্রতিদিন ধূমপান করেছে। অথচ এটি আগের বছর ছিলো ২৯ শতাংশের বেশি। এর ফলে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমেছে প্রায় ১০ লাখের মতো।

ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এমন তথ্যে বেশ উল্লসিত। কারণ ফ্রান্সে ধূমপানজনিত কারণে প্রতিদিন ২০০ মানুষ প্রাণ হারায়। বছরে যেটা ৭৩ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে দেশটিতে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে সিগারেটের মূল্য অনেক বেশি। ২০ শলাকার ১ প্যাকেট সিগারেটের দেশটিতে বিক্রি হয় ১০ ইউরোতে যা বাংলাদেশি টাকায় ১ হাজার টাকারও বেশি।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

স্ট্যাম্প-ব্যান্ডরোলের অবৈধ ব্যবহারে

দ্বিতীয় পাতার পর

বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল আয়োজিত 'তামাক কর আদায়ে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহারের বর্তমান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা ও সময়োপযোগী প্রস্তাব'শীর্ষক ওয়েবিনারে এ কথা বলেন বক্তারা।

তারা বলেছেন, তামাক কোম্পানিগুলো একই ব্যান্ডরোল ও স্ট্যাম্প দ্বিতীয়বার ব্যবহার করে কর ফাঁকি দিচ্ছে। তাই এ পদ্ধতিতে তামাক কোম্পানি যাতে আর কর ফাঁকি দিতে না পারে সেজন্য স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ট্র্যাকিং ও ট্রেসিংয়ের জন্য ডিজিটাল কর আদায় পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে।

ওয়েবিনারে বক্তারা আরও বলেন, রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে এনবিআরকে এমনভাবে প্যাকেটে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল বসাতে হবে যাতে কোম্পানি সেগুলো দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে না পারে। একইসঙ্গে মনিটরিং ও ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব বোর্ড যাতে এগুলো ভালোভাবে নজরদারি করতে পারে সেজন্য তাদের আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০২০,জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১

২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

কনফারেন্স রুমে এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। ডেপুটি স্পিকার বলেন, যখন বাজেট প্রণয়ন হয় তখন টোব্যাকো কোম্পানিগুলো বিভিন্ন সেক্টরের জনগণকে প্রমোট করে। অনেক সময় দেখা যায় পার্লামেন্টের মেম্বারদেরও তারা ইনফুলেন্স করে। যাতে করে টোব্যাকো কোম্পানির পক্ষে তারা কথা বলেন। ট্যোবাকো কোম্পানিগুলোর পক্ষে ভয়েস ক্রিয়েট করার জন্য তাদের যদি এক মিলিয়ন বা দুই মিলিয়ন ডলার খরচ হয়। তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। কারণ তারা তো মিলিয়নস অফ মিলিয়নস ডলার রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছে। ডেপুটি স্পিকার পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয় আপনারা যদি একটা গোলটেবিল বৈঠক করাতে পারেন সেখানে কিন্তু ডিসকাশন করা যেতে পারে। তার সঙ্গে যারা তামাক নিয়ে কাজ করেন ভিন্ন ভিন্ন ফোরাম তাদেরকেও আনা যেতে পারে। তারপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এসব সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে পারলে। আমাদের যে আইনের দুর্বলতা আছে সে দুর্বলতা থেকে রক্ষা পেতে পারি। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান। এছাড়া অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের চেয়ারম্যান এবং সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. মো. হাবিবে মিল্লাত, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য আদিবা আনজুম মিতা এবং সংসদ সদস্য বেগম গ্লোরিয়া ঝর্ণা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পাতায় ফিরে যান

সিগারেটের মূল্য-করকাঠামোয়

দ্বিতীয় পাতার পর

করনীতির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে টোব্যাকোনমিকস প্রথমবারের মতো ইন্টারন্যাশনাল সিগারেট ট্যাক্স স্কোরকার্ড প্রকাশ করেছে। গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ২.৩৮ (৫ এর মধ্যে), যা বৈশ্বিক গড় স্কোরের (২.০৭) চেয়ে সামান্য বেশি। তবে সিগারেটে করারোপের ক্ষেত্রে যেসব দেশ খুব ভালো স্কোর (৪.৬৩) করেছে তাদের তুলনায় বাংলাদেশের এখনও অনেক উন্নতি করতে হবে। সবচেয়ে বেশি স্কোর পাওয়া দুটি দেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। দেশদুটিতে সিগারেটের ওপর উচ্চহারে একক সুনির্দিষ্ট আবগারি শুল্ক (ইউনিফর্ম স্পেসিফিক সিগারেট এক্সাইজ ট্যাক্স) চালু থাকায় এবং নিয়মিতভাবে তা বাড়ানোয় সিগারেটের সহজলভ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, টোব্যাকোনমিকস স্কোরকার্ড বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের তথ্য ব্যবহার করে দেশগুলোর সিগারেট কর নীতিমালা মূল্যায়ন করেছে। প্রায় অর্ধেক দেশ দুইয়ের নিচে স্কোর পেয়েছে। ২০১৪ সালে থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সার্বিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে খুব সামান্যই, বৈশ্বিক গড় স্কোর ১.৮৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.০৭।

সিগারেট করনীতির স্কোরে ২০১৪ সালের (০.৮৭৫) তুলনায় ২০১৮ সালে (২.৩৮) বাংলাদেশের কিছুটা অগ্রগতি হলেও সিগারেটের দাম ও করকাঠামোর দিক থেকে বাংলাদেশের তেমন কোনো অগ্রগতি নেই বললেই চলে। উভয় ক্ষেত্রেই মাত্র ১ স্কোর পেয়েছে বাংলাদেশ। বহুস্তরবিশিষ্ট অ্যাডভেলোরিয়াম করকাঠামো এবং ভিত্তিমূল্য খুব কম থাকাই এর অন্যতম প্রধান কারণ।

টোব্যাকোনমিকস এর পরিচালক এবং এ স্কোরকার্ডের প্রধান লেখক ফ্রাঙ্ক জে. চালুপকা (frank j chaloupka) বলেন, 'এ স্কোরকার্ডের মাধ্যমে এটি পরিষ্কার যে, সিগারেটের কর বাড়ানোর মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে, যা কোভিড-১৯ ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ব্যবহার করা সম্ভব এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এর ফলে অকাল মৃত্যু রোধ হবে এবং যা একটি সুস্থ ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী গঠনে অবদান রাখবে।'

জাতীয় তামাকবিরোধী মঞ্চের আহ্বায়ক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, সিগারেটের বিদ্যমান জটিল মূল্যস্তর প্রথা বাংলাদেশের স্কোর কম পাওয়ার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে সিগারেটে করারোপের ক্ষেত্রে বহুস্তর বিশিষ্ট মূল্যস্তর প্রথা বিলুপ্ত, সুনির্দিষ্ট করপদ্ধতি প্রবর্তন এবং সর্বোপরি জীবন বাঁচাতে, ক্যান্সারসহ তামাকজনিত রোগের প্রকোপ কমাতে ও প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণের জন্য সব তামাকজাত পণ্যের ওপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো দরকার।

সূত্র : বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

জনস্বাস্থ্য নীতিকথা
জনস্বাস্থ্য নীতি বিষয়ক একটি ই-নিউজলেটার
www.bnttp.net বর্ষ ২, সংখ্যা ৭, ডিসেম্বর ২০২০,জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১

তামাক পণ্যে কর আদায়ের চেয়ে

দ্বিতীয় পাতার পর

অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ), বাংলাদেশ তামাকবিরোধী জোট ও ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট-এর সম্মিলিত আয়োজনে 'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ তথ্য জানান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ড. রুমানা হক বলেন, ২০০৯ সালে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৪৩ শতাংশ থেকে ২০১৭ সালে ৩৫ শতাংশ মানুষ তামাক ব্যবহার করছে। সরকারের নানা উদ্যোগের ফলে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। তামাক কোম্পানিগুলো তামাকের প্রসার ও তাদের গ্রাহক বাড়াতে তরুণদের তামাক ব্যবহারের উদ্বুদ্ধ করছে। সুনির্দিষ্ট কর আরোপের পাশাপাশি এর ওপর প্রচলিত স্তর প্রথা বাতিল করতে হবে। তামাকের ওপর সঠিকভাবে উচ্চ হারের কর বৃদ্ধি করা হলে রাজস্ব আয় বাড়বে এবং এর বিপরীতে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ড. রুমানা হক বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ ও বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, তামাক খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার বিপরীতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ ৩০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়।

অনুষ্ঠানে দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণের কথা বললেই রাজস্ব আয়, সিগারেটের চোরাচালান, কর্মসংস্থানসহ নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা হয়। অথচ তামাক থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে অধিক অর্থ ব্যয় হয় তামাকজনিত কারণে সৃষ্ট রোগের চিকিৎসায়। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে সিগারেটের দাম কম। ফলে প্রমাণিত হয়, সিগারেটের চোরাচালান মূলত কোম্পানির ভ্রান্ত প্রচার। এ ধরনের প্রচারের মাধ্যমে কোম্পানিগুলো তামাকের ওপর কর বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি শারমিন রিনভীর সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন, যমুনা টিভির সিনিয়র রিপোর্টার ও তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক সুশান্ত সিনহা, ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এস এম রাশিদুল ইসলাম।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান

তামাকের কর ফাঁকি রোধে

দ্বিতীয় পাতার পর

কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে কর ফাঁকি রোধে ট্রাকিং, মনিটরিং পদ্ধতি ডিজিটালাইলেশন করা জরুরি। গত ২৬ জানুয়ারি ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ নেটওর্য়াক ফর ট্যোবাকে ট্যাক্স পলিসি এবং ট্যোবাকো কন্টোল অ্যান্ড রির্সাচ সেলের যৌথ আয়োজনে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কৈবর্ত্য সভাকক্ষে তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি রোধে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তরা এই দাবি করেন।

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়ক সাইফুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্প্র আমিনুর রহমান, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক সুশান্ত সিনহা। "তামাক কর ফাঁকি রোধে আধুনিকায়ন" বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপনায় তামাক কর আদায়ে প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে ডিজিটালাইলেশনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের প্রকল্প অফিসার মিঠুন বৈদ্য।

মিঠুন বৈদ্য তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, বর্তমানে তামাকজাত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক পদ্ধতিটি হলো অ্যাডভ্যালোরেম কর পদ্ধতি। যা ত্রুটিযুক্ত এবং তামাক কোম্পানিকে কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ দেয়।

এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত ৪টি মূল্যস্তরের কারণে কর আদায় পদ্ধতিটি আরো জটিল হয়ে যায়। তামাক কর আদায়ের অন্যতম মাধ্যম হলো ব্যান্ডরোল। অথচ এই ব্যান্ডরোল নকল করে তামাক কোম্পানিগুলো বড় অংকের কর ফাঁকি দিচ্ছে। এটিকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা গেলে রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা সম্ভব। এছাড়া নির্ভরযোগ্য বারকোড, হলোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিংয়ের ব্যবহারে রাজস্ব ফাঁকি রোধ করা সম্ভব। এছাড়া তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার ও তামাক কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করছে।

ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ বলেন, তামাকের ওপর কর আদায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তামাকের কর ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশনের বিকল্প নেই। ডিজিটালাইজেশন সরকারের রাজস্ব খাতকে শক্তিশালী করবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ ও কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোম্পানির হস্তক্ষেপ রয়েছে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, শুল্ক বৃদ্ধি না করে তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তামাকের ওপর শুধু কর বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয় বরং কর আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অধিক জরুরি। পাশাপাশি সমস্প্রা সমাধানে সুনির্দিষ্ট কর কাঠামো প্রণয়ন, তামাকের বাজার পর্যবেক্ষণ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকা বাধ্যতামূলক।

উক্ত সভায় বিএনটিটিপি, টিসিআরসি, বিইআর, ইনস্টিটিউট অফ ওয়েলবিইং, দিশারী মহিলা কল্যাণ সমিতি, সুজন, বাঁচতে শিখো নারী, বিআরডিএস ইত্যাদি সংগঠনের একাধিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় পাতায় ফিরে যান